letters.ittefaq@gmail.com

মাননীয়
বিভাগীয় প্রধান
সম্পাদকীয় বিভাগ
দৈনিক ইত্তেফাক
কারওয়ান বাজার, ঢাকা

বিষয়: 'সমকালীন চিন্ড়া'য় লিখা ছাপানো প্রসঙ্গে
প্রিয় জনাব
শুভেচ্ছা জানবেন। আপনাদের প্রকাশিত 'সমকালীন চিন্ড়া'য় আমার নিু লিখিত চিঠিগুলো ছাপালে বাধিত হব।

সার্বিক শুভ কামনায়।

মাননীয়
বিভাগীয় প্রধান
সম্পাদকীয় বিভাগ
দৈনিক ইত্তেফাক
কারওয়ান বাজার, ঢাকা

বিষয়: 'সমকালীন চিন্ড়া'য় লিখা ছাপানো প্রসঙ্গে
প্রিয় জনাব
আমার ব্যক্তিগত ও 'সাশ্রয়' স্বেচ্ছাসেবকদের পক্ষ থেকেশুভেচ্ছা জানবেন। 'সাশ্রয়' একটি স্বেচ্ছসেবী আন্দোলন। এখানে কোন কমিটি নেই, সবাই নেতা, সবাই কর্মী। ২০০৪ সাল থেকে এই আন্দোলন বিশ্বব্যাপী পরিচালিত হয় যার যার ব্যক্তিগত খরচে, স্ব স্ব উদ্যোগে, ধারণায়, ডিজাইনে ও সামর্থ্যের ভিত্তিতে। আমরা কারও কাছ থেকে কোন অনুদান নিই নাই। আমরা বিশ্বাস করি দৈনন্দিন খরচ থেকে টাকা বাঁচিয়ে বিশ্বব্যাপী অনেক বড় আন্দোলন পরিচালনা করা সম্ভব। যেমন বাংলাদেশের ৫ কোটি মোবাইল ফোন গ্রাহক দৈনিক একটি অপ্রয়োজনীয় কল খরচের টাকা সাশ্রয় করলে কমপক্ষে ১৫ কোটি টাকা বাঁচানো সম্ভব এবং তাদিয়ে বিশ্ববাসীকে তথা জীবজগৎ কে রক্ষার একমাত্র পথ 'সাশ্রয়' বিশ্বব্যাপী সহজেই পরিচালনা করা সম্ভব।
বিদেশী দাতার কাছ থেকে টাকা নিয়ে এদেশের বা পৃথিবীর অন্যকোন দেশের কোন মানুষের কল্যাণ করা লাগবে তা আমরা বিশ্বাস করিনা। এ দেশের বিগত চলি-শ বছরের উন্নয়ন কর্মকান্ডের ফলাফলের দিকে তাকালে আমাদের বিশ্বাসের যৌক্তিকতা যে কেউ খুঁজে পাবে। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি বিশ্বের যে কোন জাতি একটু সজাগ হলেই দাতা হতে পারে। ভিক্ষুক হয়ে অন্যের কাছে হাতপাতা, আত্মসম্মান বিকিয়ে দেবার বা নিজেকে হেয় করার বা নিজেকে দরিদ্র, আসহায় হিসাবে উপস্থাপন করার প্রয়োজন নেই। বৈজ্ঞানিক সত্য এই যে, বর্তমানে নিজেকে যারা দাতা পরিচয় দিচ্ছে কার্যত তারাই সবচেয়ে বড় গ্রহীতা এবং পরিবেশের সবচেয়ে বড় শত্র"। উদাহরন হিসাবে বলা যায় **Japan** with a footprint of 1380 cubic meter per year per capita, has about 77% of its total water footprint outside the borders of the country. Every year, consumers in rich countries waste almost as much food (222 million tonnes) as the entire net food production of sub-Saharan Africa (230 million tonnes).

আমার নিম্নে দেয়া লিখাটা (যা আমি কয়েকমাস ধরে ভাবছি) আপনাদের মাধ্যমে প্রচারিত হলে আমি ও আমাদের স্বেচ্ছাসেবকগণ বাধিত হব। মহাবিশ্বের সকল জীবের সার্বিক কল্যাণে জাতির সকলকে 'সাশ্রয়' মনন ও মনীষা দিতে আপনার উদ্যোগ বিশ্ব ইতিহাসে মাইল ফলক হউক কামনা করছি এবং আপনাদের মাধ্যমে বাঙ্গালী জাতি বিশ্ব দরবারে সম্মানের আসনে বর"ক সেই কামনায়।

অপরাজিতা রহমান
'সাশ্রয়' স্বেচ্ছাসেবক
ফোনঃ ০১৫৫৩ ৭৪৮ ৩৫৪

mvkªq ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য **m¤ú` I cwi‡ek** সংরক্ষণের বৈশ্বিক আন্দোলন

পরিবেশ মানে বৈচিত্র, নমনীয়তা, অপচয় রোধ করা, সম্পদের সংরক্ষণ, সবকিছুরই দীর্ঘজীবন, সম্পদের নবায়ন, সম্পদের পরিমিত ব্যবহার, দক্ষতার সহিত সম্পদের ব্যবস্থাপনা, বর্জ্য কমানো, বর্জ্যকে সম্পদে রূপান্ড়র, বিপন্নতা হ্রাস কর, বিপদমুক্ত থাকা, সবাই সুস্থ থাকা, সকলের অভাব পুরণের অঙ্গীকার, স্বচ্ছতা, সকলের সহবস্থান, আইনকে সম্মান করা, সকলেরই বেঁচে থাকার ব্যবস্থা, সহমর্মিতা, জবাবদিহিতা, গণতন্ত্র, স্বপ্রণোদিত সম্পদ সুরক্ষা

পরিবেশ মানে বিকেন্দ্রায়িত ব্যবস্থাপনা, সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সকলেই সুন্দর থাকা, সকলেরই সকলের প্রতি সম্মান দেখানো, সকলেরই দায়িত্বশীলতা ও দায়িত্বপালন, সকলেরই কর্তৃত্ব থাকা, সকলে মিলেই করণীয় স্থিরীকরণ ও সকলে মিলেই সবকিছু করা। পরিবেশ মানে সবুজ শ্যামলের সমারোহ সর্বাবস্থায় সুন্দরের চর্চা, চিন্ড়া, সাধনা, সকলের নিরন্ড়র কল্যাণের প্রয়াস। সাশ্রয় মানে সম্পদ সুরক্ষা, শুরু করতে পারি এক ফোটা পানি, এক মিনিট বিদ্যুৎ ও গ্যাস বাঁচাই, প্রত্যেক শহীদের নামে অন্ড়তঃ ১টি গাছ লাগাই।

বিঃদ্রঃ আমার লিখাটা যে কোন সহৃদয় পাঠক ইংরেজীতে অনুবাদ করে কোন পত্রিকায় পাঠালে বা যে কোন সামাজিক মাধ্যমে প্রচার করলে বা দুজন বন্ধুর কাছে পাঠালে আমরা কৃতজ্ঞ হবো। তিনিও 'সাশ্রয়' স্বেচ্ছাসেবক বিবেচিত হবেন।

http://www.facebook.com/sasraiMovement.2004
http://www.facebook.com/group.php?gid=8450962401
http://sasrai.wordpress.com/sasrai-movement/
http://www.facebook.com/Pallipathagar

(ছাপানোর জন্য)

বাসযোগ্য পৃথিবীর জন্য একটুকু বাঁচাই, আগলে রাখি, জাগিয়ে তুলি, সংরক্ষণ করি

AIMED AT SUSTAINABLE LIVING, ENVIRONMENTAL JUSTICE

মাননীয়
প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী গণ এবং বিশ্বনেতৃবৃন্দগণ

বিষয়: **সকল জীবের কল্যাণ ও অধিকার সংরক্ষণে** শিক্ষা প্রতিষ্ঠাণ ও কার্যালয় সমুহে **'সাশ্রয়' ব্যানার** রাখা হউক

মাননীয় মহোদয়
সাশ্রয় আন্দোলনের স্বেচ্ছাসেবকদের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানবেন। এবারের বিশ্ব পরিবেশ দিবেসের মুলপ্রতিপাদ্য **Think.Eat.Save** 'ভেবেচিন্ড়ে খাই অপচয কমাই'। ২০০৪ সাল থেকে আমরা সাশ্রয় স্বেচ্ছাসেবকগণ স্থানিক, জাতিক ও আন্ড়র্জাতিকভাবে সর্বস্ড়রের সবার কাছে আবেদন নিবেদন করছি প্রত্যেককে যবতীয় সম্পদের সাশ্রয় করতে হবে তা যত ক্ষুদ্রই হউক। আমাদের কক্সবাজারের দরিদ্রতম শিশু থেকে মহামান্য রাষ্ট্রপতি পর্যন্ড় পৃথিবীর সকলেই পারি যাবতীয় সম্পদের সাশ্রয়ে ভুমিকা রাখতে।

মানব ইতিহাসে এই-ই প্রথম লোভোন্মত্ত হয়ে মানুষ নিজের ও তার আবাসস্থল পৃথিবীর অস্থিত্বকে হুমকির সম্মুখীন করেছে। ভোগোন্মাদ হয়ে মানুষ জ্বালানির ব্যবহার বাড়াচ্ছে ফলে গ্রীণহাউস গ্যাস নির্গমন ক্রমাগত বাড়ছেই। উত্তপ্ত হচ্ছে পৃথিবী, গলছে বরফ, উঁচু হচ্ছে সাগরের পানির স্ড়র। পৃথিবীকে আমারা অপুরণীয় ক্ষতি ও দুর্যোগের দিকে ঠেলে দিচ্ছি, জীববৈচিত্র ধ্বংস করছি এবং সিংহভাগ মানুষের জীবন জীবিকাকে দিনান্ড়ে বিপদ সঙ্কুল করছি। বিশেষজ্ঞগণ বলছেন জলবায়ু পরিবর্তনের বিভিন্ন ক্ষতিকর দিক আমলে না নিলেও সত্য এই যে, পৃথিবীতে দুর্যোগের ভয়াবহতা ও সংখ্যা বাড়ছে এবং ক্রমেই বাড়বে। জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে বিশ্বের সকল শ্রেণী ও পেশার মানুষের দুর্ভোগ ও অসহায়ত্ব চরমতম হবে। বিপদের ভয়াবহতা ও অসহায়ত্ব থেকে রক্ষা পেতে হলে আমাদের প্রস্তুতি দরকার এবং তা এখনই। বিশ্বকে বাসযোগ্য রাখতে হলে আমাদের প্রথম ও প্রধান করণীয় সকলের ভেতরে ভোগের আসক্তি কমানো, পরিমিতি বোধ আনয়ন, যত ক্ষুদ্রই হউক যাবতীয় সম্পদের অপচয় রোধ করা। আমরা সকলে স্ব স্ব ক্ষেত্রে একটু সজাগ হলেই প্রতিদিন কোটি কোটি টাকার সম্পদের অপচয় রোধ করতে পারি, যা আমাদের দৈনন্দিন খরচের পরিমান যেমন কমাবে সাথে সাথে আমাদের সন্ড়ানের জন্য বিশ্বকে বাসযোগ্য রাখতে সহায়তা করবে।

The National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) announced that 2012 was the hottest year on record for the United States. It was also the second most extreme, weather-wise, and nearly twice the average. NOAA confirmed that this pattern will worsen if climate change continues unabated.
IPS - Special Issue on COP18 Doha Climate Change Conference 29 Nov, Dec 07, 2012 - state that unsustainable human consumption and production systems are driving changes in average temperatures and weather patterns, "abnormal" is increasingly becoming the norm.

বাংলাদেশ পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী জলবায়ুর উষ্ণায়ন ঝুঁকিপুর্ণ দেশ ইতোমধ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দরিদ্রজনদের জীবনে দুর্ভোগ নিয়ে এসছে। দুর্যোগের করাল গ্রাস থেকে নিজেদের ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের বাঁচাতে হলে প্রয়োজন সম্মিলিত ও সমন্বিত উদ্যোগ। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে জাতির ও বিশ্বের সর্বস্ড়রের সকলকে 'সাশ্রয়' এর সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে। শুধুমাত্র ৫ই জুন নয় প্রতিটি সেকেন্ড, মিনিট, ঘন্টায় পরিবেশকে আমলে নিয়ে আমাদের জীবন যাপন করতে হবে। দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠাণ ও দফতর সমুহে সাশ্রয় ব্যানার থাকলে সর্বস্ড়রের মানুষ স্ব স্ব অবস্থানে সম্পদ সুরক্ষায় সচেতন হবে, ব্যবহারে সাশ্রয়ী হবে - প্রতিদিন কোটি কোটি লিটার পানি, কোটি কোটি মিনিট বিদ্যুৎ, গ্যাস সহ যাবতীয় সম্পদের সাশ্রয় হবে। পরিবেশের বিচারে দেশ, জাতি ও মানবতার জন্য প্রতিদিন কয়েক হাজার কোটি টাকার কল্যাণ আসবে যা দারিদ্র বিমোচনে, দুর্যোগ, খরা, অতিবৃষ্টি, বন্যার ভয়াবহতা ও অসহায়ত্ব কমাতে ইতিবাচক ভুমিকা রাখবে। মহাবিশ্বের সকল জীবের সার্বিক কল্যাণ ও অধিকার সংরক্ষণে দেশের ও বিশ্বের সবাইকে সাশ্রয়ী করতে আমরা স্ব স্ব অবস্থানে উদ্যোগ নেব এই হউক আজকের শপথ।

নিবেদক
অপরাজিতা রহমান, স্বেচ্ছাসেবক, 'সাশ্রয়' ফোন: ০১৫৫৩ ৭৪৮ ৩৫৪